ভোরের কাগজ

25 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

ইত্যাদি

শিক্ষার গুণগত মানে বিপর্যয়

রোমেল আহমেদ (২৭) দেড় বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে মাস্টার্স পাশ করেছেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি একটা চাকরির সংস্থান করতে পারেননি। রোমেল ছাত্রজীবনে খুবই হাস্যোজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত ছিলেন। কিন্তু বেকারত্বের অভিশাপ তাকে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী ও বদমেজাজি করে তুলেছে। প্রিয় বন্ধুদের সান্নিধ্য এখন তার কাছে অসহ্য মনে হয়।

কিছুদিন আগে রোমেলের এক বন্ধু তার কাছে জানতে চান, সে এখন কি কাজ করছে? রোমেল বিরক্তির সঙ্গে তাকে উল্টো প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি করি তা কেন জানতে চাও? বরং বলো, তুমি কি কাজ করছো?' রোমেলের আক্রমণাত্মক ব্যবহারে বন্ধুটি অবাক হয়ে জানান, তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। রোমেল বন্ধুর চাকরি পাওয়ার খবর শুনে পুরোপুরি খুশি হতে পারেননি। বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানানোর বদলে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, 'তুমি খুবই ভাগ্যবান। মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছো। তুমিই চাকরি পাওয়ার যোগ্য।'

রোমেলের বন্ধু ইংরেজিতে পারদর্শী এবং অনর্গল কথা বলতে সক্ষম, যা বর্তমানের চাকরি বাজারে একটি আবশ্যিক গুণ। অন্যদিকে রোমেল মাস্টার্স দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েছেন এবং ইংরেজিতে খুবই দুর্বল। ইংরেজি ভাষার ওপর দখল থাকা যে কতোটা জরুরি, চাকরি খুঁজতে গিয়ে রোমেল তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

রোমেল এখন বুঝতে পারছেন, ইংরেজির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তিনি বিরাট ভুল করেছেন। তিনি এখন ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে ইংরেজি ভাষার ওপর একটি বিশেষ কোর্স করার পরিকল্পনা করছেন। শুধু রোমেলই নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই ইংরেজিতে খুবই দুর্বল।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষিকা সাঈদা তাহমিনা বলেছেন, বাংলাদেশের শিক্ষার মান নিম্নমুখী। অতীত এবং বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি আরো বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কোচিং সেন্টারগুলোই প্রধানত দায়ী। কারণ এই সেন্টারগুলো ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করা প্রশ্ন ও উত্তরের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। এর ফলে পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে নোটের ওপর তাদের আস্থা বেড়ে যায়। এছাড়া শিক্ষকগণও যথার্থভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তন্ময় দত্ত শিক্ষার নিম্নমানের জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই অভিযুক্ত করেছেন। তার মতে, বেশিরভাগ ছাত্রই শুধুমাত্র সার্টিফিকেট অর্জনের প্রতি অধিক মনোযোগী।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের এক পর্যবেক্ষণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার দুরবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কলেজগুলো বছরে ২৭৭ দিন বন্ধ থাকে। গড়ে মাত্র ৮৮ দিন ক্লাস হয়। এছাড়া শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে নিয়মিত ক্লাস হয় না।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৭টি সরকারি এবং ৪০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আরো ৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিগগিরই চালু হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি টি এম জহুরুল হক কিছুদিন আগে এক সভায় বলেছেন, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মুনাফা তৈরির কোচিং সেন্টারের মতো। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। সেখানে নিজস্ব ক্যাম্পাস, গ্রন্থাগার, গবেষণাগারসহ অন্যান্য সুবিধা নেই বললেই চলে। উচ্চশিক্ষার জন্য আদর্শ পারিপার্শ্বিকতাও এদের নেই।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির আবুল হাসান সাদেক অবশ্য জনাব হকের বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উন্নত শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে বলেই শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। তিনি আরো বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ অনেক বেশি কিন্তু সমস্যা হলো, শিক্ষকগণ সবসময় তাদের প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করেন না। অপরদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলো সেশনজট মুক্ত এবং সর্বোপরি শিক্ষার পরিবেশ অনেক উন্নত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের ২০০১ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে অর্থপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি।

পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান বাড়াতে শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা সীমিত। যদিও সরকার এই খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছেন।

বাংলাদেশে শিক্ষার দুরবস্থা শুরু হয় প্রাথমিক স্তর থেকেই। প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, বাংলাদেশের শিক্ষার মান নিম্নমুখী। মাত্র ৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী মনোযোগী। শিক্ষকগণ শিক্ষাদানে যেমন অনুরাগী নন, তেমনিভাবে শিক্ষার্থীরাও জ্ঞানার্জনে কৌতূহলী নয়। বর্তমানে অনেক শিক্ষক পেশাদারি মনোভাব থেকে সরে গিয়ে শুধুই টাকার পিছনে ছুটছেন।

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেছেন, দেশের শিক্ষার মান ক্ষয়িষ্ণু। এরপরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছুসংখ্যক মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষারমান অত্যন্ত করুণ। যারা গ্রাম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন তারা সত্যিকার অর্থে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন না। কারণ এসব শিক্ষার্থী প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রকৃত শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার নিম্নমান সম্পর্কে শিক্ষাবিদ এ কে মির্জা শহিদুল ইসলাম বলেছেন, এটা সত্যি যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শিক্ষকগণ গৃহীত দায়িত্ব পালনে আগ্রহী নন। এছাড়া রাজনৈতিক চাপও একটা বিরাট সমস্যা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ফিজুর রহমান সিদ্দিকী তার 'বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা : সংকটকাল ও প্রত্যাশা' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির সকল স্তরে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে। সেই সঙ্গে অসন্তোষ এবং অপব্যয়ও বিরাজমান। আমরা এখনো যথাযথভাবে একটা সূত্রবদ্ধ শিক্ষানীতি নিরূপণ করতে সমর্থ হইনি।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রায়মোহন রায় বলেছেন, জ্ঞানার্জনের চেয়ে সার্টিফিকেট অর্জনকে অধিক প্রাধান্য দেওয়াই হলো মূল সমস্যা। এই সমস্যা থেকে সমাধানের পথ বের করতে না পারলে দেশের শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান অসম্ভব।

□ শিমু রানী দাস